যুগান্তর

তারিখ ... 29 JUN 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

এমপিও গ্রহণে দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু

মুসতাক আহমদ

দেশের এমপিওভুক্ত ২৫ সহস্রাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আতঙ্ক ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ বা এমপিও গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং শিক্ষা কার্যক্রমসহ অনুষঙ্গিক বিষয়াদি সরেজমিনে পরিদর্শনকে সামনে রেখে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গত ১ জুন থেকে শিক্ষা এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ কার্যক্রম চালাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সূত্র জানিয়েছে, এমপিওভুক্ত এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার প্রতিষ্ঠানই রয়েছে ঝুঁকির মুখে। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহারে ঘোরতর অনিয়ম, দুর্নীতি, রাজনীতিকীকরণ ও স্বজনপ্রীতির

শুরু : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

শুরু : অনুসন্ধান

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ রয়েছে। যে কারণে বিশেষজ্ঞ কারণেই পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যেতে চাইছে সরকার।

অর্থমন্ত্রী ড. আবুল মাল আবদুল মুহিত ১১ জুন সংসদে বাজেট বক্তৃতায় এমপিওর অর্থ লুটপাট বন্ধের তাগিদ দেন। তখন তিনি এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এমপিওর জন্য সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ব্যবহার করা হবে। আর সার্বিক এমপিও প্রদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনি 'অলীক' বিদ্যালয় এবং বিত্তশালী বিদ্যালয়ের ব্যাপারে 'সুযোগ পুনর্বিবেচনা' করা হবে। অলীক বিদ্যালয় বলতে তিনি ছাত্র ও শিক্ষকবিহীন বিদ্যালয়কে বুঝিয়েছেন। অর্থমন্ত্রীর ওই বক্তৃতার একদিন বাদেই ১৩ জুন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে ১০ সদস্যের এমপিও প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

সূত্র জানায়, অর্থমন্ত্রী ১১ জুন সংসদে অলীক বিদ্যালয়সহ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পড়ে থাকা বা অব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত সরকারি অর্থ খুঁজে বের করার ইঙ্গিত দিলেও মূলত এ ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে মাসে বিনামূল্যে মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যবই প্রদান এবং নতুন এমপিও প্রদানকে সামনে রেখে সংসদীয় কমিটি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর যে বৈঠক হয়, ওই বৈঠকেই বিষয়টি নির্ধারিত হয়। সূত্র জানায়, অর্থের সংস্থান এবং সত্তর বা সদ্ব্যবহারের নীতি থেকেই সরকার ওই সিদ্ধান্ত নেয়। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় থেকে নিরীক্ষা ও অডিট অধিদফতরকে (ডিআইএ) নির্দেশনা দেয়া হয়। ওই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১ জুন ডিআইএ সারাদেশে পরিদর্শনের অংশ হিসেবে রাজশাহী বিভাগের জন্য ৪ জন উপ-পরিচালকের নেতৃত্বে মোট ২৪টি কমিটি গঠন করে। প্রত্যেকটি কমিটিতে সদস্য ছিল ৩ জন করে। কমিটি রাজশাহী বিভাগের মোট ১২৭টি প্রতিষ্ঠানে সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন।

ডিআইএ'র একজন উপ-পরিচালক জানান, ১২৭টি প্রতিষ্ঠান তদন্ত করা মানে এই নয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান খারাপ বা ভালো। ডিআইএ ১২৭টি প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। তবে তারা মূলত স্যাম্পল হিসেবে প্রতিটি উপজেলায় ৮টি করে প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন।

পরিদর্শক আরেক উপ-পরিচালক নাম প্রকাশ না করে জানান, পরিদর্শনকালে তারা এমনও প্রতিষ্ঠান পেয়েছেন যেগুলো স্কুল ম্যাপিং, দূরত্ব কিংবা ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা ইত্যাদি অনুযায়ী এমপিও পেতে পারে না। কিন্তু পেয়ে আসছে। ওই কর্মকর্তা মনে করেন, রাজনৈতিক বিবেচনায় এ ধরনের কাণ্ড ঘটে থাকতে পারে। মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফাইল ঘাঁটলেই তদবিরের প্রকৃত চিত্র বেরিয়ে আসবে।

বর্তমানে সারাদেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে ২৫ হাজার ৬৯৫টি। ২০০৪ সাল থেকে সরকার ঘোষণা দিয়ে এমপিও প্রদান করে রেখেছে। সর্বশেষ ওই বছর পর্যন্ত এমপিওভুক্তি বছরে স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৪৯০টি, কলেজ ২ হাজার ৩৯৭টি, মাদ্রাসা ছিল ৭ হাজার ৩৪২টি, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ছিল ৬৬৩টি, অন্যান্য ৪০৬টি। ওই বছর সর্বাধিক ১৮০২টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিভুক্তি করা হয়। এরপর থেকে বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হয়নি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ খাতে বাজেটে কোন বরাদ্দ ছিল না। কিন্তু খাতওয়ারি বন্ধ থাকার পরও ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৩টি, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৭টি এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এমপিও প্রদানের পেছনে সরকারকে প্রতি বছর প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। আগামী শিক্ষাবর্ষের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের পেছনে ব্যয়ের জন্য বাজেটে ৩ হাজার ৯০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ব্যয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৬২ ভাগ। এই ব্যয়ের বাইরে আরও ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওর জন্য। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সারাদেশে এমপিওহীন প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩ হাজার ২১১টি। এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য দরকার ৪৮৭৮ কোটি টাকা। কিন্তু বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ১১২ কোটি টাকা। অর্থাৎ বরাদ্দকৃত টাকায় সর্বাধিক ৭শ' প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা যাবে। তাই এ অবস্থায় অপব্যবহৃত অর্থের সন্ধান করে তাকে সদ্ব্যবহারের পথে হেঁটেছে সরকার।

চারটি পরিদর্শন টিমের একটির প্রধান ডিআইএ'র উপ-পরিচালক মো. জসীম উদ্দীন ভূঁইয়া। তিনি জানান, রাজশাহী অঞ্চলে তাদের কাজ শেষ। দু'একদিনের মধ্যে তারা রিপোর্ট দাখিল করবেন। তিনি বলেন, তারা মূলত অবৈধভাবে এমপিও হওয়া প্রতিষ্ঠান, এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কেমন টাকা পড়ে আছে, শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের কি অবস্থা কিংবা এমপিও পায় না— এমন প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করেছেন। 'এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কেমন টাকা পড়ে থাকা'— প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এমন হয়েছে যে, একজন শিক্ষক এমপিওভুক্ত কিন্তু তিনি জীবিত নেই কিংবা তিনি পদত্যাগ করেছেন। এক্ষেত্রে তার অর্থ ব্যাংকে পড়ে আছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে মাউশিকে জানানো হয়েছে, অথচ অর্থ প্রদান বন্ধ হয়নি। এক্ষেত্রে অর্থ প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির একাউন্টে পড়ে আছে। ওইসব অর্থই তারা বের করেছেন। তবে এভাবে কত টাকা পাওয়া যাবে তা তিনি জানাতে পারেননি।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এরপর সরকার খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে একযোগে অভিযান চালাবে। পরবর্তীতে অন্যান্য বিভাগেও চলবে অভিযান।